PRESS RELEASE

স্থান
ঢাকা

তারিখ
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানে ইউএনএইচসিআর-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর দক্ষিণ কোরিয়ার ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদার অনুদানকে স্বাগত জানাচ্ছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সাহায্য বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা নিশ্চিতে ইউএনএইচসিআর-এর কাজকে জোরদার করবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআর-এর সহকারী প্রতিনিধি (ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ) সু-জিন রি বলেন, "২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমার থেকে শরণার্থীদের সর্বশেষ ঢলের পর ছয় বছর পার হয়েছে; আর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট এখন একটি প্রলম্বিত পরিস্থিতিতে রুপ নিয়েছে, যেখানে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের দৈনিক প্রয়োজন মেটাতে এখনও মানবিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে পাওয়া এই অনুদানের মাধ্যমে ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদা ও কল্যাণে কাজ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ক্রমহ্রাসমান আর্থিক সহায়তার এই সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার এই অবদান সত্যিই অমূল্য"।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের মাননীয় রাষ্ট্রদূত পাক ইয়ং-শিক বলেন, "২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও তাদের আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগণের জন্য প্রতি বছর ৩ থেকে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানী হিসেবে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) প্রদানে ইউএনএইচসিআর-এর মানবিক কর্মকান্ড কোরিয়ার কাছে প্রশংসনীয়"।

রান্নার জন্য স্থানীয় বনাঞ্চল থেকে আহরিত লাকড়ির বিকল্প জ্বালানী হিসেবে ২০১৮ সালে এলপিজি বিতরণ শুরু করে ইউএনএইচসিআর। এর মাধ্যমে ক্যাম্পে ও আশে-পাশের এলাকায় পরিবেশের অবনতি রোধ করে এর উন্নয়নে সাহায্য করা সম্ভব হয়, এবং এর মাধ্যমে ইউএনএইচসিআর কাজ করে শরণার্থীদের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায়। এলপিজি ব্যবহারের মাধ্যমে শরণার্থী নারী ও কিশোরীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি কমে যায়, কারণ তখন থেকে তাদেরকে আর লাকড়ি সংগ্রহ করতে যেতে হয় না। বেঁচে যাওয়া সময় ব্যবহার করে শরণার্থী শিশুদেরও লার্নিং সেন্টারে যাওয়া সম্ভব হয়।

মিয়ানমারে সহিংসতা থেকে পালাতে বাধ্য হওয়ার ছয় বছর পর প্রায় ৯৩০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজারে ঘনবসতিপূর্ণ ক্যাম্পগুলোতে আশ্রিত আছে, এর পাশাপাশি প্রায় ৩০,০০০ শরণার্থী আছে ভাসান চরে।

শেষ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগঃ
মোস্তফা মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন; hossaimo@unhcr.org; +৮৮০ ১৩১ ৩০৪ ৬৪৫৯